Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ খাদেমুল ইসলাম

রোলঃ 216010462

২২ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ খাদেমুল ইসলাম

রোলঃ 216010462

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ খাদেমুল ইসলাম, আইডিঃ 216010462 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মো: খাদেমুল ইসলাম

(স্বাক্ষর)

মোঃ খাদেমুল ইসলাম

আইডিঃ 216010462

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২২ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..৭

পিতা-মাতার হক/ গুরুত্ব..৮

ইসলামে পিতা মাতার অবস্থান...৯

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস..১১

পিতা মাতার খেদমত ১৪

পিতা-মাতাকে উহ শব্দটি না করা...১৭

পিতা-মাতার জন্য দোয়া...১৯

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ২১

পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা ২২

পিতার চেয়ে মাতার হক বেশি...২৪

জান্নাত মায়ের পদতলে ২৬

পিতা-মাতার প্রতি নবীদের আচরন ২৮

পিতা মাতার প্রতি সাহাবীদের আচরণ...৩০

পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব..৩৩

পিতা মাতার ঋণ শোধ করা ৩৩

অমুসলিম পিতা মাতার হক...৩৪

দুধ মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কতব্য...৩৪

পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা...৩৫

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবেনা ৩৬

পিতাকে অভিশাপ দিলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ৩৭

পিতা মাতার নাফরমানের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না...৩৮

পিতা মাতার নাফরমানির অপকারিতা ৩৯

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কবীরা গুনাহ ৪০

জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক ৪১

অবাধ্য সন্তানের উপর জান্নাত হারাম ৪৩
পিতা মাতার অবাধ্যতায় বদনাম ছড়িয়ে পড়ে ৪৩
পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি শহীদ, ছিদ্দীক ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে ৪৫
পিতা মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিধান..৪৫
পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস ৪৬
উপসংহার..৪৯

ভূমিকা

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজ ও ধর্মীয় নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিতা মাতা সন্তানের শিক্ষা, সংশ্লিষ্টতা, সম্পর্ক, সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নতির জন্য দায়ী। এটি একটি মৌলিক সত্য যা সমাজে প্রচলিত এবং সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ। পিতা মাতার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা সন্তানের প্রধান কর্তব্য। তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বলা এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক সহায়তা প্রয়োজন হয়। তাদের সেবা করা, প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। ব্যস্ত জীবনের মাঝেও পিতা মাতার সাথে সময় কাটানো এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া উচিত। যদি পিতা মাতা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হন, তবে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সন্তানের কর্তব্য। তাদের সকল প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করা উচিত। পিতা মাতার অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাদের উপদেশ অনুযায়ী চলা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বয়সের কারণে পিতা মাতার আচরণে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। এ সময় তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। পিতা মাতার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা এবং তাদের সুরক্ষিত পরিবেশে রাখা সন্তানের দায়িত্ব। পিতা মাতা সন্তানের জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাদের সব পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত। পিতা মাতার সেবা ও সম্মান একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। এই মূল্যবোধগুলি মেনে চলা উচিত। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যত্ন ও ভালোবাসা জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ, এবং সেই ভালোবাসা ও যত্নের প্রতিদান দেওয়া সন্তানের কর্তব্য।

পিতা-মাতার হক/ গুরুত্ব

পিতা মাতা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং নিরলস ত্যাগের প্রতীক। তারা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের যত্ন নেন, শিক্ষা দেন এবং আমাদের ভালোবাসা দিয়ে লালন করেন। পিতা মাতার এই অপরিসীম অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সন্তানের কিছু মৌলিক কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। পিতা মাতার হক বা অধিকার শুধু একটি নৈতিক বা সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মধ্যেও প্রোথিত।

সন্তানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলা এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা মাতা বৃদ্ধ বা অসুস্থ হলে তাদের সেবা ও যত্ন নেওয়া সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব। তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো এবং শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা প্রদান করা জরুরি।

যদি পিতা মাতা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হন, তবে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করা উচিত।

পিতা মাতার সাথে সময় কাটানো, তাদের কথা শোনা এবং তাদের সাথে মানসিকভাবে যুক্ত থাকা সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

পিতা মাতার অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তাদের উপদেশ অনুযায়ী চলা সন্তানের দায়িত্ব।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পিতা মাতার আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে। এ সময় তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক নীতির আলোকে পিতা মাতার হক পালন করা উচিত। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব একটি ধর্মীয় কর্তব্য।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের হক বা অধিকার একটি গভীর এবং মর্মস্পর্শী সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে। এই হকগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র তাদের প্রতি আমাদের ঋণ স্বীকার করি না, বরং একটি নৈতিক এবং সুসংহত সমাজ গঠনে অবদান রাখি। পিতা মাতার প্রতি এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে আমরা সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি ১৪ টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি তাঁদের জীবদ্দশায় পালন করতে হবে।

জীবিত অবস্থায় ৭টি কর্তব্য হলোঃ

সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

ভালোবাসা।

মান্য করা।

সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা।

তাদের প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরন করা।

দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ ও নিয়মিত যোগাযোগ করা।

ইসলামে পিতা মাতার অবস্থান

ইসলামে পিতা মাতার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং নৈতিকতার একটি বড় অংশ। কুরআন এবং হাদিসে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে ইসলামে পিতা মাতার অবস্থান এবং তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

কুরআনের দৃষ্টিতে পিতা মাতার মর্যাদা:

কুরআনে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হলঃ

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না; বরং তাঁদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে বিনম্রতার ডানা বিস্তার করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি রহম করো যেমন ছোটবেলায় তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'"
সুরা আল-ইসরাঃ ২৩-২৪

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং, তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।" সুরা লুকমানঃ ১৪

হাদিসের দৃষ্টিতে পিতা মাতার মর্যাদাঃ

হাদিসেও পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হলঃ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

"একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'তারপর কার?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'তারপর কার?' তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'তারপর কার?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতার।'" (বুখারী ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।'" (তিরমিজি)

কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এসেছে। পিতা মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুন্দর আচরণ করার যে নির্দেশ সন্তানকে দেয়া হয়েছে তাকে যদি কেউ গুরুত্বহীন মনে করে হালকাভাবে গ্রহণ করে তাহলে ইসলামের সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়বে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যর্থ হবে।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে হাদীস

ইসলামে পিতা মাতার অধিকার ও সম্মান সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ রয়েছে। পিতা মাতার হক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

পিতা মাতার অধিকার রক্ষাঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি?" তিনি বললেন, "সময়মত সালাত আদায় করা।" আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা।" আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

জান্নাতের দরজাঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, "পিতা হলেন তোমার জান্নাতের দরজা। অতএব তুমি ইচ্ছা করলে সেই দরজা রক্ষা করো অথবা তাকে হারিয়ে দাও।" (তিরমিজি)

মাতার অধিকারঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে

এসে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?” তিনি বললেন, “তোমার মা।” লোকটি বলল, “এরপর কে?” তিনি বললেন, “তোমার মা।” লোকটি বলল, “এরপর কে?” তিনি বললেন, “তোমার মা।” লোকটি আবার বলল, “এরপর কে?” তিনি বললেন, “তোমার বাবা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

পিতা মাতার সন্তুষ্টি: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।” (তিরমিজি)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর (সা.) বললেন সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

কা‘ব বিন উজরা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা মিম্বর উপস্থিত করো। আমরা তা উপস্থিত করলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। বক্তব্য শেষে মিম্বর থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনেনি। তিনি বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হ’ল না। (পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার নাম উচ্চারিত হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ

করল না। (অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।) তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অবস্থায় পেল অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। সে ধ্বংস হৌক। অর্থাৎ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না (ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। আর পিতামাতাকে সম্মান করার অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা।

হযরত মুগীরা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া, তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম (সা.) এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার মাতা-পিতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়ঃ ১. পিতা-মাতার দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া, ৩. মজলুমের দোয়া।

(আবু দাউস, হাদিস নং-১৫৩৬)

এই হাদীসগুলো পিতা মাতার অধিকার ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্বকে তুলে ধরে। ইসলামে পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল

হিসেবে বিবেচিত।

পিতা মাতার খেদমত

ইসলামে পিতা মাতার খেদমত বা সেবা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হিসেবে বিবেচিত। পিতা মাতার খেদমত সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ও উপদেশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

হাদীস সমূহঃ

পিতা মাতার খেদমত করার গুরুত্ব:

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব?" তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" লোকটি বলল, "এরপর কার সাথে?" তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" লোকটি বলল, "এরপর কার সাথে?" তিনি বললেন, "তোমার মায়ের সাথে।" লোকটি আবার বলল, "এরপর কার সাথে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবার সাথে।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

জান্নাতের প্রধান দরজা:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "পিতা হলেন তোমার জান্নাতের দরজা। অতএব তুমি ইচ্ছা করলে সেই দরজা রক্ষা করো অথবা তাকে হারিয়ে দাও।" (তিরমিজি)

মায়ের অধিকার:

মুআবিয়া ইবনে জাহিমা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি জিহাদে যেতে চাই এবং আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

নবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা বেঁচে আছেন?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" নবী (সা) বললেন, "তাহলে তার পায়ের নিচে জান্নাত অনুসন্ধান করো।" (নাসাঈ)

পিতা মাতার খেদমতের উপায়ঃ

সম্মান প্রদর্শন: পিতা মাতার সাথে সবসময় সম্মানের সাথে কথা বলা এবং তাদেরকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

সেবা করা: পিতা মাতার দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করা, তাদের অসুস্থতায় পরিচর্যা করা এবং তাদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করা।

আর্থিক সহায়তা: পিতা মাতার আর্থিক প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দুআ করা: পিতা মাতার জন্য দুআ করা, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মঙ্গল কামনা করা।

সান্নিধ্যে থাকা: পিতা মাতার সাথে সময় কাটানো, তাদের একাকীত্ব দূর করা এবং তাদের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা।

পিতা মাতার খেদমত করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

এই পৃথিবীতে পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেও নাই। পিতা-মাতার উসিলায় আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিত- পালিত এবং বড় হয়েছি। তাঁরা ভালোবাস ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে

তোলেন। শিশু কালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। আমাদের অসুখ হলে অনেক সেবা যত্ন করেন। আমাদের আনন্দে তাঁরা আনান্দিত হন

আমাদের দঃখে তারা দুঃখিত হন। তারা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের জন্য সবসময় দোয়া করেন। এহেন হিতাকাঙ্খী পিতা-মাতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমারা সবসময় পিতা-মাতার খেদমত করব। পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের আদেশ নিষেধ মেনে চলব। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাবো। তাঁদের সেবা করবো। আল্লহ তাআলা বলেছেন,

অর্থ: তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

এখন আমরা পিতা-মাতার খেদমতের ব্যাপারে একটি আদর্শ কাহিনী জানব :

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রা.) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আম্মাকে সব সময় খেদমত করতেন, সেবাযত্ন করতেন। তাঁর আম্মাও তাকে খুবই আদর-স্নেহ করতেন। একদা তাঁর আম্মা অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পানি চাইলেন। বায়েজিদ আশপাশে কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে নদী থেকে পানি আনলেন। পানি নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শীতের সময় ছিল তখন। বায়েজিদ (রা.) ভাবলেন আম্মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠালে তিনি কষ্ট পাবেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি সারারাত পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনকনে শীত। শীতে তার হাত অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবু তিনি আম্মাকে ডাকলেন না । ঘুম ভাঙালেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন। শেষ রাতে আম্মার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে তাঁর ছেলেকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি অবাক হলেন এবং খুব খুশি হলেন। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ মায়ের দোয়া কবুল করলেন। পরবর্তীতে ছেলেটি আল্লাহর বিশ্ববিখ্যাত ওলি বায়েজিদ বোস্তামী নামে পরিচিত হলেন। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদের মন্দ কথা বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের

সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আমরা পিতা-মাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদের মন্দ বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আলাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেছেন- আল্লাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেছেন-

অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।

পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানের ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় যাতে তাঁদের সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা না হয়, সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখব। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করব। তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা নিম্নোক্ত দোয়াা করবঃ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক। পিতা-মাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন ।

পিতা-মাতাকে উহ শব্দটি না করা

ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন এবং হাদীস উভয়ই পিতা-মাতার সাথে উহ শব্দ না করার এবং তাদের প্রতি ভালো আচরণ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। নিচে এ বিষয়ে কিছু কুরআনের আয়াত এবং হাদীস উল্লেখ করা হলোঃ

কুরআনের আয়াতঃ

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না কর এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাঁদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বল।" (সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

হাদীস

মাতার অধিকার:

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি:

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।" (তিরমিজি)

উপদেশঃ

সন্মান ও আদব: পিতা-মাতার সাথে সবসময় সন্মান ও আদবের সাথে কথা বলা উচিত। তাদের সাথে কথা বলার সময় কোনো রূঢ় বা কটূ কথা বলা উচিত নয়।

সহনশীলতা ও সহমর্মিতা: পিতা-মাতার প্রতি সবসময় সহনশীল ও সহমর্মী হওয়া উচিত। তাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বাড়তে পারে

এবং তাদেরকে সহনশীলতার সাথে সহায়তা করা উচিত।

ভালবাসা ও যত্ন: পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। তাদের স্বাস্থ্য ও সুখের দিকে খেয়াল রাখা এবং তাদের প্রতি ভালবাসা দেখানো উচিত।

তাদের পরামর্শ মেনে চলা: পিতা-মাতা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু জানেন। তাই তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা মেনে চলা উচিত।

পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের একটি মৌলিক নীতি। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের কারণ।

পিতা-মাতার জন্য দোয়া

ইসলামে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআনে এবং হাদীসে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

নিচে পিতা-মাতার জন্য কিছু দোয়া উল্লেখ করা হলো:

কুরআনের দোয়াঃ "আর তাদের প্রতি দয়া করে নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো: 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।'" (সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৪)

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে ক্ষমা করো যেদিন হিসাবের দিন আসবে।" (সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪১)

হাদীস থেকে দোয়াঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর শেখানো দোয়াঃ

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যখন কেউ মারা যায়, তখন তার সমস্ত কাজের অবসান ঘটে, শুধুমাত্র তিনটি কাজ ব্যতীতঃ সদকায়ে জারিয়া (যা অবিরাম দান করা হয়েছে), এমন জ্ঞান যা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহীহ মুসলিম)

মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়াঃ

"হে আল্লাহ, তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের উপর দয়া করো, তাদেরকে সুস্থ রাখো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো।"

দোয়া করার পদ্ধতিঃ

নিয়মিত দোয়াঃ

নিয়মিত সালাতের পরে এবং বিভিন্ন সময়ে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা উচিত।

দুআ ও ইস্তেগফারঃ

পিতা-মাতার জীবিত অবস্থায় এবং তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য ইস্তেগফার করা।

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এটি তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায়। নিয়মিত দোয়া করার মাধ্যমে আমরা আমাদের পিতা-মাতার জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারি।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইসলামে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এগুলো পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও দায়িত্ব পালন করার গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলো:

হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

"আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।" (তিরমিজি, হাদীস নং ১৮৯৯)

এই হাদীসটি পরিষ্কারভাবে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত: নবী করীম (সা) বলেছেন:

"তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না: অভিভাবক (পিতা-মাতা) এর দোয়া তার সন্তানের জন্য, রোজাদারের দোয়া এবং মজলুমের (অত্যাচারিত) দোয়া।" (তিরমিজি)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দোয়া সন্তানের জন্য অত্যন্ত মুল্যবান এবং আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন না।

পিতা-মাতার সাথে সবসময় সম্মান ও শিষ্টাচারের সাথে কথা বলা উচিত। তাদের সাথে উচ্চ স্বরে কথা না বলা এবং ধমক না দেওয়া উচিত। পিতা-মাতার দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করা, তাদের সুস্থতার জন্য যত্ন নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজন মেটানো সন্তানের কর্তব্য। পিতা-মাতার আর্থিক প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পিতা-মাতার জন্য নিয়মিত দুআ করা এবং আল্লাহর কাছে তাদের কল্যাণ

ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, যা দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও সেবা প্রদর্শন করা এবং তাদের জন্য নিয়মিত দুআ করা আমাদের দায়িত্ব। এতে আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আমাদের জীবনে বরকত দান করবেন।

পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা

পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সন্তানের জন্য একটি বড় ফজিলত। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিচে পিতা-মাতার প্রয়োজন পূরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

কুরআনের নির্দেশনাঃ

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না কর এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাঁদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বল।" (সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

হাদীসের নির্দেশনাঃ

পিতা-মাতার খেদমত:

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি?" তিনি বললেন, "সময়মত

সালাত আদায় করা।" আমি বললাম, "এরপর কোনটি?" তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

পিতা-মাতার অধিকার:

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

পিতা-মাতার প্রয়োজন পূরণের উপায়ঃ

আর্থিক সহায়তা: পিতা-মাতার আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সন্তানের কর্তব্য। তাদের খরচ, চিকিৎসা ব্যয় এবং অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন মেটানো জরুরি।

স্বাস্থ্য ও সেবাঃ পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের অসুস্থতায় সেবা করা। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং সবসময় খেয়াল রাখা।

মানসিক সমর্থন: পিতা-মাতার মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, তাদের সাথে সময় কাটানো এবং তাদের একাকীত্ব দূর করা।

দৈনন্দিন কাজে সাহায্য: পিতা-মাতার দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করা, যেমন বাজার করা, ঘরের কাজ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা করা।

সম্মান ও শিষ্টাচার: পিতা-মাতার সাথে সবসময় সন্মান ও শিষ্টাচারের সাথে কথা বলা। তাদের সাথে কোনো রূঢ় বা কটূ কথা না বলা এবং তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী ও দয়ালু আচরণ করা।

পিতা-মাতার প্রয়োজন পূর্ণ করা একটি বড় ইবাদত এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পিতা-মাতার আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে পিতা-মাতার প্রয়োজন পূরণের তৌফিক দিন এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন। আমীন।

পিতার চেয়ে মাতার হক বেশি

ইসলামে মায়ের অধিকার বা হক পিতার তুলনায় বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিশেষভাবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও শ্রদ্ধা প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিচে পিতা-মাতার মধ্যে মায়ের অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো:

হাদীসসমূহঃ

মায়ের অধিকার তিনবার বেশি:

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত:

মুআবিয়া ইবনে জাহিমা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি জিহাদে যেতে চাই এবং আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।" নবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা বেঁচে আছেন?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ।"

নবী (সা) বললেন, "তাহলে তার পায়ের নিচে জান্নাত অনুসন্ধান করো।" (নাসাঈ)

মায়ের অধিকারের কারণঃ

গর্ভধারণ ও প্রসবের কষ্ট:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়।" (সুরা লোকমান, আয়াত ১৪)

লালন-পালন ও যত্ন:

মা তার সন্তানকে জন্ম দেয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে তাকে দুধ খাওয়ায়, লালন-পালন করে এবং তার দেখাশোনা করে। এটি মায়ের প্রতি সন্তানের বিশেষ দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।

মায়ের অধিকার ইসলামে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটি পিতার অধিকারের চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পিতা-মাতার অধিকার পূরণ করা ইসলামের একটি মৌলিক নীতি এবং এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সকলকে পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জান্নাত মায়ের পদতলে

ইসলামে মায়ের মর্যাদা এবং সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকারের গুরুত্ব অত্যন্ত উঁচু। "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত" এই উক্তিটি মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং শ্রদ্ধার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব, যা একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমাদের পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ সম্মান ও দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

নিচে এর মূল বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক হাদীস ও আয়াত উল্লেখ করা হলো:

হাদীসঃ

মায়ের অধিকারের গুরুত্ব:

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার বলল, "এরপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত:

মুআবিয়া ইবনে জাহিমা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমি জিহাদে যেতে চাই এবং আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।" নবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা বেঁচে আছেন?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" নবী (সা) বললেন, "তাহলে তার পায়ের নিচে জান্নাত অনুসন্ধান করো।" (নাসাঈ)

কুরআনের আয়াত

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না কর এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাঁদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বল।" (সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)

মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্বযবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়।" (সুরা লোকমান, আয়াত ১৪)

"জান্নাত মায়ের পদতলে" উক্তিটি মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও শ্রদ্ধা প্রদানের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। সন্তানের প্রতি মায়ের অসীম ত্যাগ ও কষ্টের জন্য ইসলামে মায়ের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ সম্মান ও দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দিন। আমীন।

পিতা-মাতার প্রতি নবীদের আচরন

নবী ও রাসূলদের পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ইসলামের নীতি ও শিক্ষার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তারা তাদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ উদাহরণ ছিলেন। নিচে কুরআন এবং হাদীস থেকে নবী ও রাসূলদের পিতা-মাতার প্রতি আচরণের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

ইব্রাহীম (আঃ) ও তার পিতা আযরঃ

শ্রদ্ধা ও সম্মান:

ইব্রাহীম (আঃ) তার পিতা আযরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন:

"তিনি যখন তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা শোনেন না, যা দেখেন না এবং যা আপনার কোনো কাজে আসে না, আপনি কেন তা পূজা করেন? হে আমার পিতা! আপনার কাছে জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব, আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করছি, দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে এবং আপনি শয়তানের সহযোগী হয়ে যাবেন।' তার পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি নিবৃত না হও, তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। অতএব, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাও।' তিনি বললেন, 'আপনার প্রতি শান্তি! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়।'" (সুরা মরিয়ম, আয়াত ৪২-৪৭)

ইসহাক (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর পিতা ইব্রাহীম (আঃ)

অন্যতম দৃষ্টান্ত:

ইসমাঈল (আঃ) যখন কাবা নির্মাণে তার পিতাকে সাহায্য করেছিলেন:

"আর স্মরণ করুন যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং দোয়া করছিলেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের থেকে এই (খেদমত) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।'" (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১২৭)

ইয়াকুব (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ)

পিতার প্রতি সম্মান:

ইউসুফ (আঃ) তার পিতার প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন তিনি তাঁর পিতার সাথে পুনরায় মিলিত হন, তখন তিনি তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানিয়েছিলেন:

"তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে গেল, তখন তিনি তার পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ চাহে তো মিসরে নিরাপদে প্রবেশ করুন।'" (সুরা ইউসুফ, আয়াত ৯৯)

ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হুসাইন (রা)ঃ

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা:

ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হুসাইন (রা) তাদের পিতা আলী (রা) এবং মা ফাতিমা (রা) এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিলেন। তারা সর্বদা তাদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের আদেশ মানতেন।

নবী ও রাসূলদের পিতা-মাতার প্রতি আচরণ আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। তারা সর্বদা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। আমরা তাদের এই আচরণ থেকে শিক্ষা নিতে পারি এবং আমাদের পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সকলকে পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ সম্মান ও দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

পিতা মাতার প্রতি সাহাবীদের আচরণ

সাহাবীদের মধ্যে পিতা এবং মাতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীলতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা নবী (সা:) এর সঙ্গে এই সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনায় সম্পর্কিত হয়েছিলেন যা ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গড়ে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে দেওয়া হল:

আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী (সা:) এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! আমি আপনার সবচেয়ে প্রিয় মনুষ্য হতে চাই।" নবী (সা:) বললেন, "তোমার মাতার কাছে গিয়ে তার পা থেকে প্রথম চুম্বন দাও। তারপর তার দায়িত্ব নিয়ে সম্মানিকভাবে পালন কর।"

মায়ের প্রতি তার ভক্তি, ভালোবাসা ও টান ছিল অন্যরকম।

আবু হুরায়রা রা.-এর মা অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মায়ের ইসলাম গ্রহণ না করার বিষয়টি নিয়ে অস্থির ছিলেন তিনি। ইসলামের দিকে আহ্বান করার কারণে মায়ের কাছে অনেক বকাঝকা শুনতে হয়েছিল তাকে। এ বিষয়ে আবু কাসীর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতাম। তখন তিনি মুশরিকা ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহ্বান জানালাম। তখন তিনি রাসুল সা. সম্পর্কে আমাকে এমন কথা শোনালেন যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সা.-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়ায় তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন তা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করেন।

তখন রাসূল সা. বললেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান কর। নবীজি সা.-এর দোয়ার কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম।

যখন আমি আমাদের ঘরের দরজায় পৌঁছলাম, তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা একটু দাঁড়াও।

আবু হুরায়রা বলেন, তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বললেন, এরপর আমার মা গোসল করলেন এবং গায়ে চাদর পরলেন আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন। এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন।

এরপর বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রাসুল।

আবু হুরায়রা বলেন, তখন আমি রাসূল সা. খেদমতে রওনা হলাম। এরপর তার কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম।

আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহপাক আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহর শুকর আদায় করলেন ও তার প্রশংসা করলেন এবং ভালো ভালো কথা বললেন।

এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরের বদ্ধমূল করে দেন।

এরপর রাসূল সা. বললেন, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাকে এবং তার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় ভাজন করে দাও এবং তাদের কাছেও মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও। তিনি বলেন, এরপর এমন কোনো মুমিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালোবাসেনি। (মুসলিম : ৬১৭১)।

মায়ের প্রতি আবু হুরায়রা রা.-এর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অনন্য। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকতেন। আসহাবে সুফফায় পড়ে থাকতেন। এজন্য ক্ষুৎপিপাসা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যেও তিনি মায়ের কথা ভুলে যাননি।

একদিন তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। দেখলেন কিছু সাহাবী জটলা বেঁধে আছে। তিনি এগিয়ে গেলেন। তারা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরায়রা কি জন্য এখানে এলে? তিনি বললেন, ক্ষুধায় আর টিকতে পারছি না। বের হলাম দেখি কি হয়! তারা বলল, ও আল্লাহ! আমরাও তো ক্ষুধার কারণে এখানে সমবেত হয়েছি। তখন সবাই মিলে হাজির হলো রাসূল সা.-এর দুয়ারে।

নবীজি সা. ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তে তোমরা এখানে? তারা বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই হলো আমাদের হালাত। তখন রাসূল সা. খেজুরের থালা হাতে নিয়ে সবার হাতে দুটি করে তুলে দেন। আর বলেন, খেজুর দুটো খেয়ে পানি পান করো। আজ আর সারাদিন তোমাদের ক্ষুধা লাগবে না।

আবু হুরায়রা রা. হাত পেতে দুটো খেজুর নিলেন। কিন্তু খেলেন মাত্র একটি। অপরটি রেখে দিলেন। রাসূল সা. এমনিতেই আবু হুরায়ারাকে অনেক মহব্বত করতেন। বিষয়টি দেখে তিনি দেখে বললেন, আবু হুরায়রা কি করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বাড়িতে মা আছেন। এটা তাকে দেব।

রাসূল সা.বললেন, না, না। দুটোই তুমি খাও। তোমাকে আমি আরো দুটো দিচ্ছি, তোমার মাকে নিয়ে দেবে।

এই ঘটনাগুলি সাহাবীদের পিতা-মাতার প্রতি আদর ও ভালোবাসার উত্কৃষ্ট উদাহরণ। তারা নবী (সা:) এর উপদেশ মেনে নেয়া এবং তারা কে সদা সম্মান ও প্রতিরক্ষা করা ব্যক্তিগত জবানীর প্রমাণ। সাহাবীদের আচরণ থেকে আমরা শিখতে পারি যে পিতা এবং মাতার প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব

পিতা-মাতার সেবা করা অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রশংসনীয় একটি কাজ। ইসলামী শাস্তি ও আদর্শ অনুযায়ী, পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব একাধিক। একজন সন্তানের জন্য পিতা-মাতা অনেক বড় নেয়ামত। মহান আল্লাহ পিতা-মাতার যথাযথ সম্মান ও সেবা করার আদেশ দিয়েছেন। পিতা-মাতার সেবা করা প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব। পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে কবুল হজের সওয়াব পাওয়া যয়। এমন কি পিতা-মাতার চেহারার দিকে তাকালেও নেকি পাওয়া যায়। পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যয়। হাদিসে রয়েছে মাতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। বাবা মায়ের সেবার মাধ্যেমে জান্নাত লাভ হয়। বাবা-মায়ের সেবার মাধ্যমে যেমন সওয়াব লাভ হয় তেমনি তাদের দোয়ার বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যণ লাভ করা য়ায়। পিতা-মাতার সেবা করার সওয়াব অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রশংসনীয়।

পিতা মাতার ঋণ শোধ করা

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের দরবারে বসা ছিলাম। তখন একজন মহিলা তাঁর খেদমতে এসে আরয করল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছি। ইতিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ দাসী দান করার প্রতিদান তুমি অবশ্যই পাবে এবং মীরাস হিসেবে দাসীটিও তুমি ফেরত পাবে। মহিলাটি আরয করল, হে আলাহর রাসুল! এক মাসের রোযা তাঁর অনাদায় রয়ে গেছে , আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সে রোযা কাযা আদায় করবো? তিনি বললেনঃ তুমি তাঁর কাযা রোযা আদায় করো। সে বলল, আমার মা কখনও হজ করেননি, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করবো? তিনি বললেনঃ

তুমি তার পক্ষ থেকে হজ করো।

অমুসলিম পিতা মাতার হক

পিতা-মাতার প্রতি সকল হক আমাদের আদায় করতে হবে। পিতা-মাতার যদি অমুসলিম ও হয় তবুও তাদের হক আদায় করা জরুরি। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তারা যদি আদেশ করে ন্যায় কাজের তাহলে সেটা পালন করতে হবে। তবে যদি ইসলামের বিপরীতে চলতে বলে সে ক্ষেত্রে তাদের আদেশ মান্য করা যাবে না। পিতা-মাতা হিসাবে তাদের যে হক রয়েছে তা যথাসাধ্য পালন করতে হবে। তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে হবে। তাদের খোজখবর রাখতে হবে। তাদের প্রয়োজন পূরন করতে হবে। সর্বদা তাদের ইসলামের পথে ডাকতে হবে। তাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। আমাদের অনেক নবীর পিতা-মাতা অমুসলিম ছিলেন। নবীরা সবসময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন। তাদের হক আদায় করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতেন।তাঁদের পিতামাতর তঁদের উপর অনেক অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। সুতরাং আমাদের মাঝে কারো পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও পিতা-মাতার হিসাবে তাদের যে হক রয়েছে তা পালন করতে হবে।

দুধ মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কতব্য

আবু তুফায়েল (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সালাম জিয়’রানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে সরাসরি নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকটে চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর ভদ্র মহিলাটি তার ওপর আসন গ্রহণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি হচ্ছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মা- হালীমা সাদিয়া (রা)। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

মাতা-পিতা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেআমত। সন্তানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। তাদের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।

মাতা-পিতার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

মাতা-পিতার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা ও খেদমত করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের কাছে সে প্রসংসিত হবে।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবা করলে বিপদ মুসিবত দুর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাটি। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে। যাকে আল্লাহ মাতা-পিতার সেবা ও খেদমত করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আলাহ তাকে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন।

যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার সন্তানরাও তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে মর্যাদা প্রদান করবে। মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ করলে আলাহ তার সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষাই দেবেন।

মাতা-পিতার খেদমত ও সেবা করা জিহাদের সমতুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতেও বড়। মাতা-পিতার খেদমতে নিয়োজিত থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং জিহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।

যে ব্যক্তি মাতা-পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার নুর বিলুপ্ত করা হবে না।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আলাহর সন্তুষ্টি। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আলাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

আলাহর ঘর তাওয়াফ করা, হজ ও উমরা পালন করা ইসলামের গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাঁদের অধিকার আদায় করে এবং তাদের সেবা করে, আলাহ তাকে কবুল হজ ও উমরার সমান সাওয়াব দান করেন।

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবেনা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়, ২. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান, (অথ্যাৎ যে সন্তান মাতা- পিতাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখে) ও ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ।

সাহাবী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমরা এক জায়গায় একত্র হয়েছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এসে বললেন ঃ হে মুসলিম জনসমষ্টি! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখো। কেননা সম্পর্ক অটুট রাখার চাইতে দ্রুত কবুল যোগ্য সওয়াবের কাজ আর নেই। আর তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকে দূরে থাকো। সীমালংঘন করার চাইতে দ্রুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর নেই। তোমরা মাতা- পিতার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। কেননা এক হাজার বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর কসম! মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী এবং গর্বভরে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী জান্নাতের সুঘ্রানও পাবে না...।

আব্দুলাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. মাতা- পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান। ২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও ৩. দাইয়ূস। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ১. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান। ২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও ৩. দান করে খোঁটাদানকারী।

পিতাকে অভিশাপ দিলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ

সাহাবী আবু তুফায়েল আমির ইবন ওয়াসিলা রা. বলেন, আমি আলী রা. এর নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছেন, যা অন্য কাউকে বলেননি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কোন কথা বলেননি, যা তিনি অন্যকে বলেননি। তবে তিনি আমার নিকট চারটি বিষয়

বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি বিষয় কি? তিনি বলেন ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পিতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে এবং যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।

আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা সপ্ত আসমানের ওপর থেকে সাত প্রকার লোকের ওপর অভিসম্পাত করেন। তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর প্রতি একবার করে অভিসম্পাত করেন যা তাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ যারা লূত আ এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত। যারা লূত আ. এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত। যারা লূত আ. এর জাতির ন্যায় অপকর্ম করে তারা অভিশপ্ত যারা গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে তারা অভিশপ্ত। যারা মাতা- পিতার অবাধ্য তারা অভিশপ্ত।

পিতা মাতার নাফরমানের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না

সাহাবী আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী ও দান সাদাকা কোনটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছে ঃ ১. মাতা- পিতার নাফরমান, ২. দান করে খোঁটা দানকারী ও ৩ তাকদীর অস্বীকারকারী।

পরিবার থেকে বহিস্কার করলেও মাতা- পিতার নাফরমানী করা যাবে না।

হযরত মু'আয ইবন জাবাল রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করো না,

যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কখনো মাতা-পিতার নাফরমানী করো না, যদিও তাঁরা তোমাকে নিজের সম্পদ ও পরিবার- পরিজন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

পিতা মাতার নাফরমানির অপকারিতা

মাতা- পিতা আল্লাহর বড় নেআমত। নাফরমান সন্তান আল্লাহর নেআমতের অস্বীকার করে। ফলে সে মাতা- পিতার অনুগ্রহকেও অস্বীকার করে।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। মাতা-পিতার নাফরমান সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূর হয়ে যায়।

মাতা-পিতার নাফরমানী সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি মাতা- পিতার সাথে অসদাচরণ করে তার সন্তান, তার প্রতিবেশী ও তার সমাজের লোকেরাও তার সাথে অসদারচরণ করবে।

মাতা-পিতার নাফরমানীর কারণে সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়।

নাফরমান সন্তান, মাতা-পিতার নাফরমানীর প্রতিফল দুনিয়াতেও পাবে।

মাতা- পিতার নাফরমানীর কারণে চেহারার লাবণ্যতা ও নূর দূরীভূত হয়।

নাফরমান সন্তান কেয়ামতের দিন আলাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কবীরা গুনাহ

ইসলামে, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি গভীর অপরাধ এবং কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি। আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন যে মানব সমাজের মধ্যে পিতা ও মাতার সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সম্মান করা উচিত। পিতা-মাতার সম্পর্কের বিষয় নিয়ে কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি সকল মুসলিমের জন্য শিক্ষণীয়।

কুরআনে পিতা-মাতার সম্পর্ক সম্পর্কে প্রশংসা এবং তাদের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে। একটি উদাহরণ হলো, হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা) কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১)

এছাড়াও, নবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছিলেন, "জান্নাতের দরজাগুলো আপনার পিতা ও মাতার প্রয়োজনের উপর আছে। তাই তাদের প্রয়োজন পূরণ করুন।" (তিরমিজী)

পিতা-মাতা সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুনাহ হিসাবে গণ্য হয়। এটি একটি জঘন্য অপরাধ এবং কুরআন ও হাদিসে এর ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন করা হয়েছে। এটি সমাজের অবনমন ও নারাজগুলির জন্য একটি অভিশাপ হিসাবে গন্য হয়ে উঠে।

একটি উদাহরণ হলো একটি হাদিসে যেখানে নবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছিলেন, "পিতা-মাতা সম্পর্কে অমুসলিম সন্তান পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহলে তারা মৃত্যুর পরে পর্যাপ্ত সাজা পাবে।" (মুসনাদ আহমদ)

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের

সেবা যত্ন করা, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করাও সন্তানের দায়িত্ব। পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। পিতা-মাতা যেমনই হোক তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

এছাড়াও বলা হয়েছে রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জন্নাতে প্রবেশ করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে রক্তের সম্পর্ক তো সবার আগে।

জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। পিতা-মাতা জীবিত অবস্থায় যেমন হক রয়েছে তেমনি মৃত্যুর পর ও কিছু হক রয়েছে। পিতা-মাতা জীবিত থাকলে আমরা সবসময় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তাদের মান্য করব, তাদের যাবতীয় হক আদায় করব। পিতা-মাতা মারা গেলেও কিছু হক আমাদের পালন করতে হবে। তাঁদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তাদের জন্য দান করতে হবে। তাঁরা যদি কোন ইচ্ছার কথা বলে যায় তা পূরণ করতে হবে। সবসময় তাদের জন্য দুয়া করতে হবে। তাদের আমানত থাকলে তা আদায় করতে হবে। তাঁদের সাথী সঙ্গী ও আত্নীয়স্বজনদের সম্মান করতে হবে। সুতরাং আমাদের মাঝে যাদের পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মাগফেরাতের জন্য সবসময় দোয়া করব।

পিতা ও মাতার হক এবং দায়িত্ব তাদের জীবিত এবং মৃত অবস্থায় প্রযোজ্য রয়েছে।

জীবিত অবস্থায়:

আদর এবং সহানুভুতি: পিতা-মাতার সাথে আমাদের প্রাণপ্রিয় এবং অপরিসীম রক্তসম্পর্ক রয়েছে। তাদের সম্মান করা, তাদের প্রতি সহানুভুতি ও সহযোগিতা প্রদান

করতে হবে।

সেবা ও প্রশিক্ষণ: পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। এই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানে তাদের দায়িত্ব এবং প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাইভেসি ও সংরক্ষণ: জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রাইভেসি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত অবস্থায়:

দু'আ এবং প্রার্থনা: মৃত অবস্থায় সন্তান তাদের পিতা-মাতার জন্য দু'আ করতে পারে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা,ঋণ পরিশোধ করা, কাযা ছাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা ও দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি।

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্ও রাসূল! আমার পিতা-মাতার মত্যৃর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদেও জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।

অবাধ্য সন্তানের উপর জান্নাত হারাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আলাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২. মাতা- পিতার নাফরমান ব্যক্তি ও ৩. অসৎ স্ত্রীর স্বামী যে নিজের পরিবারে দুস্কর্মের সমর্থন করে।

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নেআমত উপভোগ করতে না দেয়া আল্লাহ তাআলার হক বা অধিকার। ১. মদ্যপায়ী, ২. সুদখোর ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং ৪. মাতা- পিতার অবাধ্য সন্তান।

পিতা মাতার অবাধ্যতায় বদনাম ছড়িয়ে পড়ে

পিতা-মাতার খেদমত করা আবশ্যক। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের পরপরই পিতা-মাতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে নফল ইবাদত ছেড়ে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। তারা মনের কষ্টে একবার ‘উহ্’ শব্দ করে বদদো‘আ করলে ও আল্লাহ কবুল করে নিবেন। পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাসূল (সঃ) সে ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুরাইজ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগূল থাকতেন। (একবার) তাঁর মাঃ তাঁর কাছে এলেন। হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফে‘ এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই

মায়ের ডাকার পদ্ধতি এবং যেভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রূর উপর রাখছিলেন এবং তাঁর দিকে মাথা উচু করে তাকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থ্ য় বলছিলেন, যখন জুরাইজ ছালাতে মশগূল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার ছালাত (আমি কী করি?)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন

এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার এসে বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা, আমার ছালাত। তখন তিনি তাঁর ছালাতেই মশগূল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! এই জুরাইজ আমার ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীদের দেখাও। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি তার মাতা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদদো‘আ করতেন তাহ’লে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হ’ত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক মেষ

রাখাল জুরাইজের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল নিয়ে এল এবং চিৎকার করে তাকে ডাক দিল। তখন জুরাইজ ছালাতে মশগূল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থ্ দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই মহিলাকে জিজ্ঞেস কর (সে কি বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরাইজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানার যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা

মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতগাহে উঠে গেলেন’। এ থেকে বুঝা যায় যে, নফল ইবাদতের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নফল ইবাদত করার সময় পিতা-মাতা কোন কাজে আহ্বান করলে তা পরিত্যাগ করে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। তবে ফরয ইবাদতে বা ছালাতে থাকলে ছালাত সংক্ষিপ্ত করে পিতামাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি শহীদ, ছিদ্দীক ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে

আমর ইবনু মুর্রা আল-জুহানী হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, আমার সম্পদের যাকাত দেই, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এর উপরে (এরূপ কথা ও আমলের উপর) মৃত্যুবরণ করবে সে ক্বিয়ামতের দিন নবীগণ, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে। যদি না সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে’-এভাবে তিনি তার আঙ্গুল দাঁড় করালেন।

পিতা মাতার আদেশে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিধান

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে (সিরিয়া) তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার

তাগিদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থ্ য় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমাকে স্ত্রী ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল এতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'পিতা হ'লেন জানড়বাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূল (সাঃ)-কে বলা হ'লে তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম'। ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ'লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। যা শরী'আতসম্মত নয়। কারণ সবাই আল্লাহ্র রাসূল বা ওমর ফারূক নন। সবার নিকট অহি আসে না বা ইলহামও হয় না।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।

এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কি আছে তা ভালো জানেন। তোমরা যদি নেককার হয়ে যাও, তবে যারা বেশি বেশি তার দিকে রুজু হয় তিনি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন। (সূরা বনী ইসরাইল-২৩-২৫)

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। ৮ আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান-১৪)

এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে উদ্ধত ও রূঢ় বানাননি।(সূরা মরিয়ম -৩২)

এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি বনী ইসরাঈলের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও। আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। (কিন্তু) পরে তোমাদের মধ্য হতে অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে (সেই প্রতিশ্রুতি থেকে) বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।(সূরা বাকারা -৮৩)

মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। সন্তান যে পিতার, তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোষের ভার বহন করা। (হাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়। অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিশের উপরও রয়েছে। অতঃপর তারা (পিতা-মাতা) পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই) যদি দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোনও গুনাহ নেই। তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে (কোন ধাত্রীর) দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনও

গুনাহ নেই যদি তোমরা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক (ধাত্রীমাতাকে) ন্যায়ভাবে আদায় কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে দেখছেন।(সূরা বাকারা -২৩৩)

আমি মানুষকে আদেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, যার সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে সে ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না। আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা কী করতে।(সূরা আনকাবুত -০৮)

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না (রাহঃ) ...... সা’দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিষয়ে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি সেই ঘটনার বিবরণ দিলেন। সা’দ (ঈমান গ্রহণ করলে) সা’দের মা তাঁকে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ কি মার সঙ্গে সদাচারণের নির্দেষ দেননি? আল্লাহর কসম, আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করব না এবং পানিও পান করব না, যতক্ষণ আমি মারা না যাই অথবা তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) -কে অস্বীকার না কর। রাবী বলেন, লোকেরা তাকে যখন খাওয়াতে ইচ্ছা করত তার মুখ কাফি দিয়ে ফাঁক করত। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয়ঃ

‘আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাপের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে: তবে এরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার প্রতি এমন কিছু শরীক করতে। (আয়াত নং ৮)। (তিরমিজী-৩১৮৯)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমান দের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার কাছে আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধা। এমতাবস্থায় আমি কি তাহার সাথে সদাচরণ করিব। তিনি বলিলেন: হ্যাঁ, তাহার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিজী-৪৯১৩)

উপসংহার

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে কোরআন ও হাদিসে অনেক কথা আছে। আমরা কোরআন হাদিস পড়ে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে ভালোভাবে জানবো। পিতা-মাতার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করবো। তাদের কখনো কষ্ট দিবো না। তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত লাভের চেষ্টা করবো। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো, তাদের সকল চাহিদা পূরণ করবো। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবো। তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবো। সব-সময় তাদের জন্য দোয়া করবো। বর্তমান যুগে অনেকে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে উদাসীন আবার অনেকে পিতা-মাতার হক সম্পর্কে জানে না। আমরা নিজেরা পিতা-মাতার হক সম্পর্কে জানবো এবং অন্যকে তা জানাবো।

তথ্যসূত্রঃ (আল কুরআন,হাদীস। কিছু কিছু বিষয় বিভিন্ন লেখকের বই ও গুগল থেকে নেওয়া)।